বিষয়বস্তুঃ বিশুদ্ধ আমলের পরিচয়

জুমাদাল উখরা মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৩ জুমাদাল উখরা ১৪৪৬ হিজরী, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।
ক্রমিক নং ১৬২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجمعِيْنَ أمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۞ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْم

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা বিশুদ্ধ আমলের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা কাহ্ফের ১০৩ ও ১০৪ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۞ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞

হে নবী ! আপনি বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে ওই

সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে খবর দেব, যারা আমলের দিক দিয়ে মহা ক্ষতিগ্রস্ত ? (জেনে রাখবেন,) তারা হল ওই সমস্ত লোক, যাদের আমলের প্রচেষ্টা দুনিয়ার জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা ভাল আমল করছে।

এ আয়াতের সারকথা হল, কিছু মানুষ এমন আছে, যারা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রাত-দিন জেগে কঠিন পরিশ্রম করে অনেক ইবাদত ও আমল করে থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের সমস্ত ইবাদত ও আমল বৃথা হয়ে যায়। তার মধ্যে কিছু আমলে তো কোন সাওয়াবই পাওয়া যায় না, আবার কিছু আমলে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হয়।

সে জন্য আজ আমরা বিশুদ্ধ আমলের পরিচয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব। যাতে করে আমরা আমাদের সমস্ত আমল ও ইবাদতগুলি বিশুদ্ধভাবে আদায় করতে পারি।

মনে রাখবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল মানুষকে যেমন হায়াত দিয়েছেন, তেমনিভাবে মউত বা মৃত্যুও দিয়েছেন। কেউ পৃথিবীতে সারা জীবন বেঁচে থাকবে না।

সকলকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। তবে এই জীবন ও মৃত্যু দান করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মানুষের সমস্ত আমল ও কর্মের পরীক্ষা নেওয়া। আমল যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে পরকালে সুখ ও শান্তি লাভ করবে। তানাহলে দুঃখের কোন সীমা থাকবে না। কুরআন করীমের ২৯ পারায় সূরা মুল্‌কের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

সেই আল্লাহ, যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশি ভাল আমল করতে পারে ?

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানবজাতির আমলের পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যে, কার আমল শুদ্ধ আর কার আমল শুদ্ধ নয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, আমল শুদ্ধ হওয়ার মাফকাঠি কী, এবং আমাদের আমল শুদ্ধ হচ্ছে কি করে বুঝব ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা মুহিউস্ সুন্নাহ বাগাবী (রহ) তাফসীরে বাগাবীতে এই সূরা মুল্‌কের ২ নম্বর আয়াতের

ব্যাখ্যায় হযরত ফুযাইল বিন আয়ায (রহ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, যে কোন আমল আল্লাহর দরবারে শুদ্ধ ও কবূল হওয়ার মাফকাঠি হল, দু'টি শর্ত। (১) ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত। অর্থাৎ, আমলটা একমাত্র খাঁটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। (২) শরীয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা দেওয়া তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। আমার আপনার মনগড়া পদ্ধতিতে হলে হবে না। যদি এই দু'টি শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে কোন আমল আল্লাহর দরবারে শুদ্ধ ও কবূল হবে না। আমল শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এই মাফকাঠি মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে। আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আমল শুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্ত হল ইখলাসঃ

সুধী বন্ধুগণ ! আল্লাহ তায়ালার দরবারে যে কোন আমল শুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্ত হল, ইখলাস। জগত বিখ্যাত আলিম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী (রহ) 'আল-ফাওয়াঈদ' নামক কিতাবের ৮৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, আমল ও ইবাদতের মধ্যে ইখলাসের অর্থ হল, আল্লাহর

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমনভাবে আমল করা, যার মধ্যে দুনিয়ার কোন স্বার্থ, লৌকিকতা কিংবা দুনিয়ার কোন জশ-খ্যাতির উদ্দেশ্য থাকবে না। অর্থাৎ, সমস্ত আমলগুলি একমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় করা। এই শিক্ষা আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের প্রিয় হাবীব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। সূরা আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা স্বীকার করতে বলেছেন যে, হে আমার হাবীব !

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

তুমি বলঃ নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। এ বিষয়ে তাঁর কোন অংশীদার নেই। এটাই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর আমি প্রথম মুসলমান। এটা হল, সূরা আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর আয়াতের তরজমা। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইখলাসের শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং, যদি আমাদের ইবাদত ও আমলগুলি ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে আমাদের সমস্ত আমল বৃথা হয়ে যাবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা হূদের ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ

যারা (নেক আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে) দুনিয়াবী জীবনের স্বার্থ এবং দুনিয়ার চাকচিক্য কামনা করে, আমি আল্লাহ তাদের আমলগুলির বদলা দুনিয়াতে পুরোপুরি দিয়ে দেব। দুনিয়াতে তাদের কোন ঘাটতি রাখা হবে না। কিন্তু আখিরতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া কিছুই মিলবে না। তারা ইতিপূর্বে যা আমল করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আমরা একটি চমৎকার ঘটনা শুনিঃ

ঘটনাঃ লৌকিকতার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ।

প্রাচীনকালে এক বাদশাহ ছিলেন। যিনি প্রতিটি কাজে সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করতেন। একবার বাদশাহ মন্ত্রীদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি এমন একটি মসজিদ

নির্মাণ করতে চাই, যার সম্পূর্ণ নির্মাণ খরচ আমি নিজে বহন করব। অন্য কোন ব্যক্তির একটি পয়সাও যেন এতে না লাগানো হয়।

মসজিদ নির্মাণ কাজ যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল। শাহী মসজিদ বলে কথা। দামি দামি পাথর দিয়ে নকশা ও কারুকার্য করা হল। ধীরে ধীরে একদিন মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। মসজিদটি দেখতে বেশ সুন্দর হল। যেহেতু বাদশাহ সুনাম-সুখ্যাতি বেশি পছন্দ করতেন, তাই মসজিদের সামনে একটি পাথরে খোদাই করে নিজের নাম লিখে দিলেন। যাতে করে তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ একদিন রাতের বেলা বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন যে, এক ফেরেশতা এসে পাথর থেকে তার নাম মুছে দিয়ে এক বুড়িমার নাম লিখে দিলেন। এমন স্বপ্ন দেখে বাদশাহ হতভম্ব হলেন। সকালে উঠে দ্রুত মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, পাথর থেকে এখনো তাঁর নাম মুছে যায়নি। বাদশাহ ভাবলেন, এটা কোন দুঃস্বপ্ন হবে।

পরেরদিন রাতে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলেন যে,

একজন ফেরেশতা এসে পাথর থেকে আবার বাদশার নাম মুছে দিয়ে সেই বুড়িমার নাম লিখে দিলেন। সকালে উঠে আজ আবার মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, নিজের নামই লেখা আছে। আজও বাদশাহ মনে করলেন যে, এটা হয়ত দুঃস্বপ্ন হবে।

কিন্তু তৃতীয়দিন রাতে বাদশাহ আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। আজকের ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাদশা মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, নিশ্চয় এর পিছনে কোন রহস্য আছে। তা নাহলে পরস্পর ৩ দিন একই স্বপ্ন কেন দেখলাম ?

বাদশাহ সকালে রাজসভায় মন্ত্রীদেরকে ডেকে তাদের সামনে স্বপ্নের কথা পেশ করলেন। আর বললেনঃ দেখ তো, এই বুড়িমাটি কে এবং কোথায় থাকে ? অবিলম্বে আমার দরবারে তাকে হাযির কর। বাদশার আদেশ অনুযায়ী প্রহরীরা গোটা তন্য তন্য করে সেই বুড়িমাকে সন্ধান করে রাজদরবারে হাযির করল।

বাদশাহ বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার নাম কী, আর তুমি কোথায় থাক ? বুড়িমা নিজের নাম-ঠিকানা সব

বলল। বাদশাহ বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কী ব্যাপার বলো তো ? পরস্পর এই ৩ দিন একই স্বপ্ন দেখছি যে, মসজিদের পাথর থেকে ফেরেশতা আমার নাম মুছে দিয়ে বার বার তোমার নাম লিখে দিচ্ছেন ? তুমি কি এই মসজিদ নির্মাণে কোন টাকা-পয়সা দিয়েছ ?

বুড়িমা বললঃ আজ্ঞে জাহাপনা ! আমি গরীব মানুষ, ভিক্ষা করে খাই। আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। আমি এই মসজিদ নির্মাণে টাকা দিব কী করে ?

বাদশাহ বললেনঃ ভাল করে ভেবে দেখ, তুমি নিশ্চয় কিছু না কিছু দিয়েছ। বুড়িমা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললঃ জী, একটা বিষয় আমার মনে পড়েছে। সেটা হল এই যে, এই মসজিদ তৈরির সময় একদিন দুপুরবেলা আমি এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদটি দেখে আমার খুব ভাল লাগল। তখন দেখলাম মসজিদের পাশে একটি গাধা বাঁধা আছে। প্রচণ্ড রোদে পিপাসায় গাধাটির জিভ বেরিয়ে যাচ্ছিল। পানির পাত্র সেখান থেকে কিছু দূরে রাখা ছিল। যার কারণে সে পানি পান করতে পারছিল না। আমি ভাবলাম, গাধাটি নিশ্চয় আল্লাহর ঘরের মালপত্র বয়ে এনে

পিপাসায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। তাই পানির পাত্রটি তার কাছে এগিয়ে দিলাম। যাতে তার পিপাসা নিবারণ হয়। শুধুমাত্র এতটুকু কাজ করেছি, এছাড়া কোন টাকা-পয়সা কিছুই তো দিই নি। বাদশাহ বুড়িমার কথা শুনে বললেনঃ

أَنْتِ صَنَعْتِ هٰذَا لِلّٰهِ فَتَقَبَّلَهُ اللهُ مِنْكِ.

وَأَنَا بَنَيْتُ هٰذَا الْمَسْجِدَ لِغَيْرِ اللهِ فَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنِّي.

"তুমি যেহেতু এই কাজটি (নগন্য হলেও) আল্লাহর জন্য করেছ, তাই আজ আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে তোমার আমলটি কবূল করেছেন এবং গোটা মসজিদ তোমার নামে লিখে দিয়েছেন। আর আমি যেহেতু (এতগুলি অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে) এই মসজিদটি নির্মাণ করেছি গায়রুল্লাহর জন্য অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য, তাই আল্লাহ তায়ালা আমার আমলটি কবূল করলেন না।"

এ ঘটনাটি সাঊদী আরবের বিখ্যাত লেখক ও খতীব ডক্টর মুহাম্মাদ আরীফী সাহেবের আরবী বয়ান থেকে সংগৃহীত।

قِصَّةٌ عَجِيْبَةٌ فِيْ اِخْلَاصِ الْأَعْمَالِ لِلهِ . ذَكَرَهَا اَلدُّكْتُوْرُ مُحَمَّدْ الْعَرِيْفِيُّ

আমল শুদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় শর্তঃ

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী ! আমরা আলোচনা করছিলাম, আমল শুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্ত ইখলাস সম্পর্কে। ইখলাস না থাকলে আমল কবূল হবে না। এবার আমরা আলোচনা করব, আমল শুদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে।

মনে রাখবেন, আমল শুদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, আমলটা যেন শরীয়তের পদ্ধতি অর্থাৎ নবীজির শিক্ষা দেওয়া তরীকা অনুযায়ী হয়। তা নাহলে আমল শুদ্ধ হবে না।

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি অত্যন্ত খুশু, খুযূ অর্থাৎ নমনীয়তা, বিনয়তা এবং খাঁটি ইখলাসের সাথে সারা জীবন নামায আদায় করে, কিন্তু তার নামাযগুলি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা অনুযায়ী না হয়, তাহলে তার কোন নামায কবূল হবে না।

কেননা, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীদেরকে নামাযের তরীকা ও পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ তোমরা ওই পদ্ধতিতে নামায আদায় কর, যে পদ্ধতিতে তোমরা

আমাকে নামায পড়তে দেখেছ। অনুরূপভাবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা অবলম্বন কর। আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়তের হুকুম-আহকামগুলি যে পদ্ধতিতে আদায় করতে বলেছেন, সেই পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। তা নাহলে ইবাদত কবূল হবে না।

সুতরাং এখন যদি কেউ বলেঃ নামাযের জন্য রুকু, সাজদাহ, কিরাত ইত্যাদি লাগবে না। নামায দিলে দিলে পড়লে হয়ে যাবে। যেমন একটা ভ্রান্ত দল আছে, যারা বলেঃ নামাযের জন্য মসজিদ লাগবে না আর রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি কিছুই করা লাগবে না। নামায অন্তরে অন্তরে পড়লে হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল ব্যখ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ। সঠিক কথা হল, যে কোন ইবাদত শুদ্ধ হতে গেলে যেমন ইখলাস থাকা জরুরী, তদ্রূপ

নবীজির শিক্ষা অনুযায়ী তরীকায় হওয়া জরুরী। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত আমল ও ইবাদতগুলি খাঁটি ইখলাস ও রসূলের তরীকা মুতাবিক আদায় করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

(নাযিমে আ'লা জামিয়া নু'মানিয়া)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।